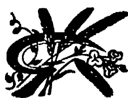
দরবেশ গ্রন্থাবলী—৮

সাম-সন্ধ্যা-গাথা

কিরণ চাঁদ দরবেশ অনূদিত

চারি আনা

প্রকাশক
শ্রীতারাচরণ চক্রবর্ত্তী
২নং নাথু সাহু ব্রহ্মপুরী,
বারাণসী
১৩২৬



৬১নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা;
কুন্তলীন প্রেসে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত
১৯১৯

ওঁ

পরম স্নেহাস্পদ

শ্রীমান জ্যোতির্ম্ময় চট্টোপাধ্যায়

দাদা-জীবন নিরাপদে দীর্ঘজীবেষু—

দাদু,

আজ তুমি ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে; আজ তুমি কশ্যপ-কুলে যথার্থ জন্মগ্রহণ করিলে। হে ব্রাহ্মণ! হে বাল-ব্রহ্মচারী! আজ তোমাকে আমি ভূমি-বিলুণ্ঠিত হইয়া নমস্কার করি। যে সাবিত্রী-দীক্ষা লাভ করিলে, এই মহান্ গায়ত্রী-মন্ত্র বর্ম্মের ন্যায় সমস্ত জীবন তোমাকে রক্ষা করিবে। তুমি এ বর্ম্মের আশ্রয় কখনও পরিত্যাগ করিও না।

হে শাশ্বত ভিকারী! এই "সাম-সন্ধ্যা-গাথা" তোমাকে ব্রত-ভিক্ষা দিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম।

রুক্মিণী দ্বাদশী,
২৮ বৈশাখ, ১৩২৬

তোমার স্নেহ-মুগ্ধ
ঠাকুরদাদা

ভূমিকা

সামবেদোক্ত ত্রিসন্ধ্যা-বিধি পদ্যে অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইল। অনুবাদ যাহাতে সম্পূর্ণরূপে মূলানুযায়ী হয়, তৎপক্ষে আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নাই; কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, সুধীগণ তাহার বিচার করিবেন।

সন্ধ্যা বেদোক্ত মন্ত্র; ইহার অর্থ বোধ হউক কি না-হউক, তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। রীতিমত উচ্চারিত হইলেই ইহাতে কল্যাণ হইয়া থাকে। কিন্তু তথাপি আমার মনে হয়, সন্ধ্যার যথার্থ অর্থ বোধগম্য হইলে কোনও ব্রাহ্মণ-বালকই উহা পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। পরমব্রহ্মের মাহাত্ম্য-ব্যঞ্জক এমন মহান্ পবিত্র স্তোত্র প্রত্যহ উচ্চারণ করিতে কোন্ মানবের অনিচ্ছা হইতে পারে? বাঙ্গালা গীতিকাব্যের ছন্দে আমি এই মন্ত্র সমূহ সুললিত ভাষায় ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই অনুবাদ মূলের মতই সুর সংযোগে যাহাতে গীত হইতে পারে, আমি তদনুরূপ করিয়াই অনুবাদ করিয়াছি। বেদ-মন্ত্রের যথাযথ ছন্দ-জ্ঞান আমার নাই। থাকিলে মূলের ছন্দেই অনুবাদ করা বিশেষ কঠিন হইত না। ইহা পাঠ করিয়া একটি ব্রাহ্মণ-সন্তানেরও যদি ত্রিসন্ধ্যায় শ্রদ্ধা ও মতি জন্মে, তবেই আমার সমস্ত আয়োজন সার্থক হইবে।

গায়ত্রীর অনুবাদ সম্বন্ধে একটি কথা বলা প্রয়োজন। গায়ত্রীর যথার্থ বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রকাশ করা আমার সাধ্য ও শক্তির অতীত। ত্রিসন্ধ্যার মধ্যে পাঁচটি স্থানে গায়ত্রী উল্লিখিত হইয়াছেন। সপ্তব্যাহৃতিতে, আপোমার্জ্জনে, সূর্য্যোপস্থানে, ন্যাসে ও জপ-কালে। এই পঞ্চ স্থানে আমি পাঁচ প্রকার অনুবাদ করিয়াছি দেখিয়া, কেহ যেন অসমীচীন মনে না

করেন। প্রথমে সপ্তব্যাহৃতিতে আমি গায়ত্রীর মোটামুটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছি; পরে আপোমার্জ্জন, সূর্য্যোপস্থান ও ন্যাসে গায়ত্রী-ব্যাখ্যা ক্রমশ সংক্ষেপ করিয়া লইয়া আসিয়া, জপকালে গায়ত্রী সম্পূর্ণরূপে যথাযথ শব্দার্থ দিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। গায়ত্রী বুঝিতে সহজ হইবে বলিয়াই এই প্রকার করিয়াছি।

সাধারণত যে সমস্ত সন্ধ্যার পুঁথি বাজারে প্রচলিত আছে, উহার প্রায় সমস্ত গ্রন্থই অল্পাধিক ভুলে পরিপূর্ণ। আমি মূল বেদ হইতে খুঁজিয়া প্রত্যেকটি মন্ত্র যাহাতে বিশুদ্ধ-মত ছন্দানুযায়ী লিখিত হয়, তৎপক্ষে চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। এ জন্য আমাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তথাপি যে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছি, দৃঢ়ভাবে এমন কথা বলিবার সাহস আমার নাই। ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ এই পুঁথি অনুযায়ী ত্রিসন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিলে, অনেকটা ছন্দ ও লয় বজায় রাখিয়া বিশুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে সক্ষম হইবেন, ভরসা করি।

এস্থলে গায়ত্রীর পাঠ সম্বন্ধে একটি কথা বলা প্রয়োজন। গায়ত্রীছন্দ ষড়াক্ষরী, সুতরাং 'তৎসবিতু' হইতে 'প্রচোদয়াৎ' পর্য্যন্ত "৫" বাদ দিয়া গায়ত্রী চব্বিশ অক্ষর হইবে; কিন্তু তেইশ অক্ষর হয়। তাহার কারণ এই যে 'বরেণ্যং' শব্দটি 'বরেণিয়ং' এই প্রকার পাঠ হইবে; উহা তিন অক্ষর নহে, চারি অক্ষর। যখন 'বরেণ্যং' বলিলে পাঠ অশুদ্ধ হইবে, তখন 'বরেণ্যং' লিখিবার কি সার্থকতা আছে, তাহা বুঝি না। এইজন্য আমি সর্ব্বত্রই বিশুদ্ধ পাঠ "বরেণিয়ং" লিখিতে দ্বিধা করি নাই। এই প্রকার আরও ঘটিয়াছে।

সন্ধ্যা-তত্ত্ব

সম্+ধ্যা, অর্থাৎ সম্যক প্রকারে ধ্যান, সন্ধ্যা শব্দের অর্থ। রাত্রি ও দিবস, পূর্ব্বাহ্ণ ও মধ্যাহ্ণ এবং অপরাহ্ণ ও রাত্রি,—এই তিনি সন্ধি

সময়ে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়াও ইহাকে সন্ধ্যা বলে। এতদ্ব্যতীত উপাস্য দেবতা জ্যোতির্ম্ময় সবিতারও এক নাম সন্ধ্যা। সন্ধ্যা ও গায়ত্রীতত্ত্ব সম্বন্ধে বহুতর গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে; আমি এ স্থলে সে তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে বসিব না। ব্রাহ্মণকুলে জন্মিলেও, আমার ন্যায় মূর্খের পক্ষে উহা অনধিকার চর্চ্চা। সন্ধ্যার প্রত্যেকটি অঙ্গ কি প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করিতে হয়, এ স্থলে আমি কেবল মাত্র তাহাই বলিব। সন্ধ্যার্থীগণ ভূমিকা পড়িয়া তত্তৎ ক্রিয়া সম্পাদন করিবেন।

আচমন

কোনও ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইলে, হাত পা ধুইয়া সুস্থ মনে উপবেশন করিতে হয়; আচমন তাহাই। প্রথমে পা, পরে হাত ধুইয়া নিশ্চিন্ত অন্তঃকরণে পূর্ব্ব বা উত্তরমুখী হইয়া আসনে স্থির হইয়া বসিবে। পরে, একটি মাষকলাই ডুবিতে পারে, এতৎপরিমাণ জল, গোকর্ণাকার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠমূলে লইয়া ১ মন্ত্র পাঠ করিয়া পান করিবে; এই প্রকার তিনবার করিতে হইবে। প্রতিবারই করতলদ্বারা ওষ্ঠ মার্জ্জনা করিবে। সর্ব্বত্রই, আচমনে জলপান করিবার পরে, হস্ত ধৌত করিতে হইবে; নহিলে উচ্ছিষ্ট হস্তে সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিয়া সন্ধ্যার প্রথমেই ক্রিয়াটিকে পণ্ড করিয়া ফেলিবে। অনেক প্রবীন ব্যাক্তি এই প্রকার আচমন-কালেই সমস্ত উচ্ছিষ্ট করিয়া লয়েন। এ বিষয়ে সাবধান। ২ মন্ত্র পাঠ করিবার সময়ে,—তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রদেশ দ্বারা মুখ স্পর্শ করিবে; তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ ও বাম নাসাপুট স্পর্শ করিবে; অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা দক্ষিণ ও বাম চক্ষু স্পর্শ করিবে; উহা দ্বারাই দক্ষিণ ও বাম কর্ণ দুইবার করিয়া স্পর্শ করিবে; অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা দ্বারা নাভি স্পর্শ করিবে। পরে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া হস্ততল দ্বারা হৃদয়, সকল অঙ্গুলি দ্বারা

শীর্ষদেশ, এবং সকল অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ ও বাম বাহুমূল স্পর্শ করিবে।

মার্জ্জনের অপর নাম মন্ত্র-স্নান। যেমন বাহ্যিক অবগাহন স্নানে মানুষ শুচি হয়, সেই প্রকার এই মন্ত্র-স্নানে অন্তর শুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মোপাসনার উপযোগী হয়। মস্তকে একটু একটু জলের ছিটা দিতে দিতে ওঁ হইতে ১০ মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে।

ঋষ্যাদি স্মরণ

প্রাণায়াম করিবার পূর্ব্বে ঋষ্যাদি স্মরণ করিতে হয়। সর্ব্বপ্রথমে যাঁহার নিকটে মন্ত্রটি প্রকাশিত হইয়াছিলেন, তিনিই সেই মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি; যে সুরে ঐ মন্ত্রটি গান করা যায়, তাহার নাম ছন্দ; যাঁহার উদ্দেশ্যে মন্ত্র প্রকাশিত হইয়াছেন, তিনিই ঐ মন্ত্রের দেবতা; আর যে কর্ম্মে ঐ মন্ত্র আমরা প্রয়োগ করিয়া থাকি, তাহাই বিনিয়োগ। কাহারও নিকট হইতে অযাচিত কোনও বহুমূল্য দ্রব্য পাইলে আমরা কৃতজ্ঞ অন্তরে দাতাকে ধন্যবাদ দিয়া থাকি; ঐ দ্রব্য ব্যবহার করিবার সময়ে স্বতই প্রতিবারে দাতাকে স্মরণ হয়। এ স্থলেও সেই প্রকার যে মন্ত্র উচ্চারণ করিব, প্রথমে ঐ মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ, দেবতা ও কি কর্ম্মের জন্য মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছি সেই বিনিয়োগ স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

এই স্থানে ছন্দ সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা বলা প্রয়োজন। সমস্ত সামবেদীয় সন্ধ্যা-পদ্ধতির মধ্যে নিম্নলিখিত আটটি ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা:—গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্ক্তি, ত্রিষ্টুপ, জগতী ও প্রকৃতি। গায়ত্রী ছন্দ ষড়াক্ষরী, সুতরাং একটি গায়ত্রী মন্ত্রে চব্বিশটি অক্ষর আছে। উষ্ণিক্ ছন্দ সপ্তাক্ষরী, সুতরাং একটি উষ্ণিক্ মন্ত্রে আঠাইশটি অক্ষর আছে। অনুষ্টুপ ছন্দ অষ্টাক্ষরী, সুতরাং একটি

অনুষ্টুপ্ মন্ত্রে বত্রিশটি অক্ষর আছে। বৃহতী ছন্দ নবাক্ষরী, সুতরাং একটি বৃহতী মন্ত্রে ছত্রিশটি অক্ষর আছে। পঙ্‌ক্তি ছন্দ দশাক্ষরী, সুতরাং একটি পঙ্‌ক্তি মন্ত্রে চল্লিশটি অক্ষর আছে। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ একাদশাক্ষরী, সুতরাং একটি ত্রিষ্টুপ্ মন্ত্রে চুয়াল্লিশটি অক্ষর আছে। জগতী ছন্দ দ্বাদশাক্ষরী, সুতরাং একটি জগতী মন্ত্রে আটচল্লিশটি অক্ষর আছে। প্রকৃতি ছন্দ একবিংশত্যক্ষরী, সুতরাং একটি প্রকৃতি মন্ত্রে চুরাশিটি অক্ষর আছে। পাঠার্থীগণ ইহা দ্বারা ছন্দ সমূহ মিলাইয়া লইতে পারিবেন। কৃতাঞ্জলিপুটে ১১ হইতে ১৪ মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে।

প্রাণায়াম

যে কর্ম্মের দ্বারা পঞ্চ প্রাণবায়ুর আয়াম অর্থাৎ সুদীর্ঘ স্থায়িত্ব জন্মে, তাহাই প্রাণায়াম। ইহা দেহাভ্যন্তরে নির্ম্মল বায়ুর প্রবেশ অর্থাৎ পূরক, নিরোধ অর্থাৎ কুম্ভক, এবং নিঃসরণ অর্থাৎ রেচক নামক ক্রিয়া বিশেষ। 'অ' 'উ' 'ম',—এই তিনটি বর্ণ একত্রিত হইয়া ওঁ বা প্রণব হইয়াছে। এই প্রণবই আমাদের উপাস্য। 'অ' রাজসিক মূর্ত্তি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা; 'উ' সাত্বিক মূর্ত্তি পালনকর্ত্তা বিষ্ণু; এবং 'ম' তামসিক মূর্ত্তি প্রলয়কর্ত্তা শিব। প্রাণায়ামে পূরক দ্বারা সৃষ্টি, কুম্ভক দ্বারা স্থিতি ও রেচক দ্বারা প্রলয় হয়। মস্তকে একটি সহস্রদল পদ্ম অধোমুখে বিরাজ করিতেছেন। উহার মধ্যভাগ হইতে তিনটি নাড়ী গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত বিলম্বিত রহিয়াছেন। মধ্যের নাড়ীকে শুষুম্না, দক্ষিণের নাড়ীকে পিঙ্গলা, এবং বামের নাড়ীকে ইড়া বলে। প্রাণায়াম কালে দক্ষিণ নাসিকা বন্ধ করিয়া বাম নাসিকা অর্থাৎ ইড়া দ্বারা বায়ু টানিতে হয়; ইহাকে পূরক বলে। মধ্যস্থলে অর্থাৎ শুষুম্নায় বায়ু স্থির করিয়া রাখিতে হয়, ইহাকে কুম্ভক বলে। পরে দক্ষিণ নাসিকা অর্থাৎ পিঙ্গলা

দ্বারা ধীরে ধীরে বায়ু নিঃসরণ করিতে হয়; ইহাকে রেচক বলে। বহিস্থ বিশুদ্ধ বায়ু এই ক্রিয়ায় ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া সংঘর্ষ দ্বারা তাপ ও জলের সৃষ্টি করিয়া সমস্ত দেহকে বিশুদ্ধ করে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, পূরক 'অ' স্বরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা; সুতরাং পূরক কালে ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিত অপাণ বায়ুতে অর্থাৎ নাভিদেশে রজোগুণশালী ব্রহ্মার ধ্যান করিবে। কুম্ভক 'উ' স্বরূপ পালনকর্ত্তা বিষ্ণু; সুতরাং কুম্ভক কালে বিষ্ণুগ্রন্থিস্থিত প্রাণবায়ুতে অর্থাৎ হৃদয়দেশে সত্বগুণশালী বিষ্ণুর ধ্যান করিবে। রেচক 'ম' স্বরূপ সংহার কর্ত্তা শিব; সুতরাং রেচক কালে রুদ্রগ্রন্থিতে অর্থাৎ ললাটদেশে তমোগুণশালী শিবের ধ্যান করিবে।

প্রথমে আপনার চারিদিকে জল বেষ্টন পূর্ব্বক, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসিকা বা পিঙ্গলা বন্ধ করিয়া বাম নাসিকা বা ইড়া দ্বারা বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক নাভিতে ব্রহ্মার ধ্যান সমন্বিত ১৫ হইতে ১৮ মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে দক্ষিণ নাসিকা পূর্ব্ববৎ বন্ধ অবস্থায় রাখিয়াই অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বাম নাসিকা রুদ্ধ করত কুম্ভক করিয়া হৃদয়ে বিষ্ণুর ধ্যান সমন্বিত ১৯ হইতে ২২ মন্ত্র পাঠ করিবে। অতঃপর দক্ষিণ নাসিকা হইতে অঙ্গুষ্ঠ সরাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে বায়ু ত্যাগ অর্থাৎ রেচক করিবার সময়ে ললাটদেশে শিবের ধ্যান সমন্বিত ২৩ হইতে ২৬ মন্ত্র পাঠ করিবে। ইহাই প্রাণায়াম।

ইহা দেহাভ্যন্তরস্থ জীবাত্মার আচমন বা পাপবিমুক্তি। প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন, তিন কালে তিনটি পৃথক মন্ত্র দ্বারা আচমন করিতে হয়। প্রাতঃসন্ধ্যার আচমনে, রাত্রে অনুষ্ঠিত পাপের হস্তস্থ জলে

অবস্থিতির কল্পনা করিয়া, ঐ জল পরমাত্মার চরণে আহুতি-স্বরূপ পান করিতে হয়। মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার আচমনে, উচ্ছিষ্ট ভোজন, অসৎ প্রতিগ্রহ, অসৎ আচরণ প্রভৃতি পাপের হস্তস্থ জলে অবস্থিতির কল্পনা করিয়া ঐ জলও পরমাত্মার চরণে আহুতি-স্বরূপ পান করিতে হয়। সায়ংসন্ধ্যার আচমনে, সমস্ত দিবসে কৃত পাপের হস্তস্থ জলে ঐ প্রকার অবস্থিতির কল্পনা করিয়া ঐ জল পরমাত্মায় আহুতি-স্বরূপ পান করিতে হয়। হস্তে জল লইয়া মন্ত্র পাঠ করিবে, এবং পরে ঐ জল পান করিবে। প্রাতঃসন্ধ্যায় **২৭ ও ২৮ মন্ত্রে**, মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় **২৯ হইতে ৩১ মন্ত্রে**, এবং সায়ংসন্ধ্যায় **৩২ ও ৩৩ মন্ত্রে** আচমন করিবে।

আপোমার্জ্জন

পূর্ব্বে যে মার্জ্জন কথিত হইয়াছে, সেই মন্ত্রেই এখন বিশেষ ভাবে মার্জ্জন করিতে হইবে। পূর্ব্বে মার্জ্জনের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ইত্যাদি স্মরণ করা হয় নাই ; এবার তাহা করিতে হইবে। প্রথমে মস্তকে তিনবার জলের ছিটা দিতে দিতে **৩৪ হইতে ৩৬ মন্ত্র** পাঠ করিবে। পরে **৩৭ হইতে ৪০ মন্ত্র** পাঠ করিতে করিতে নিম্ন প্রণালীতে নয়বার জলের ছিটা দিবে ; যথা—প্রথমে মস্তকে, পরে মাটিতে, তৎপরে শূন্যে ; পুনরায় প্রথমে শূন্যে, পরে মাটিতে, তৎপরে মস্তকে ; পুনরায় প্রথমে মস্তকে, পরে শূন্যে, তৎপরে মাটিতে।

অঘমর্ষণ

অঘ—পিশাচ ; মর্ষণ—মর্দ্দন। অন্তরস্থ পাপ-পুরুষকে যে প্রক্রিয়া দ্বারা বিদূরিত করা যায়, তাহাকে অঘমর্ষণ বলে। আবার এই মন্ত্র সর্ব্বপ্রথমে যে ঋষির নিকট প্রকাশিত হইয়া ছিলেন, তাঁহার নামও অঘমর্ষণ ঋষি। এক গণ্ডূষ জল নাসিকাগ্রে ধারণ পূর্ব্বক **৪১ হইতে ৪৪ মন্ত্র** পাঠ করিবে। মন্ত্র পাঠের সময় যখন নিশ্বাস গ্রহণ করিবে, তখন

মনে করিবে যে, মন্ত্র দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া বায়ু তোমার ভিতরে প্রবেশ করিতেছেন। যখন নিশ্বাস ত্যাগ করিবে, তখন চিন্তা করিবে যে, তোমার অভ্যন্তরস্থ কৃষ্ণবর্ণ পাপ-পুরুষ পুণ্য মন্ত্রের প্রভাবে আর তোমার ভিতরে ঠাঁই না পাইয়া, নিশ্বাসের সঙ্গে দ্রুত বহির্গত হইয়া আসিয়া ঐ জল গণ্ডূষে মিশিয়া যাইতেছে। মন্ত্র পাঠ শেষ হইলে, ঐ পাপময় জল-গণ্ডূষ নিজের বাম পার্শ্বে মাটিতে ছুঁড়িয়া নিক্ষেপ করিবে।

সূর্য্যোপস্থান

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-বন্দিত প্রণব-স্বরূপা আদ্যাশক্তি গায়ত্রী দেবীর প্রিয় লীলাক্ষেত্র, ব্রহ্ম-জ্যোতির আধারভূত ভগবান সূর্য্যদেবের স্তুতিই সূর্য্যোপস্থান। প্রথমে সূর্য্যাভিমুখে দণ্ডায়মান হইবে। পরে হস্তে এক অঞ্জলি জল লইয়া ৪৫ মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রদান করিবে। প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়াহ্ন সন্ধ্যায় এই প্রকার তিনবার জল দিবে; মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় একবার দিলেই হইবে। ইহার পরে, উভয়পদাগ্রে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া, অথবা এক পায়ে দাঁড়াইয়া, ৪৬ হইতে ৪৯ মন্ত্র পাঠ করিবে। প্রাতে ও সায়াহ্নে করযোড়ে এবং মধ্যাহ্নে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ভগবান সূর্য্যদেবের মহিমা ব্যঞ্জক এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে।

স্মরণ-প্রণতি

পরে উপবেশন করিয়া ৫০ হইতে ৫৯ মন্ত্র প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় পাঠ করিবে। সায়ং সন্ধ্যায় ইহা পড়িতে হয় না। অনেকে এই সময়ে এক এক অঞ্জলি জল দিয়া তর্পণ করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহা ভুল। জলদানের কোনও ব্যবস্থা নাই; মাত্র পাঠ করিতে হইবে। পবিত্র কার্য্যকালে পবিত্রতম দেবতাদিগকে স্মরণ করাই এই মন্ত্রের উদ্দেশ্য।

গায়ত্রীশাপোদ্ধার

এইবারে মহান্ গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। কিন্তু গায়ত্রী জপের পূর্ব্বে তৎঘটিত কয়েকটি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। প্রথম ক্রিয়া গায়ত্রীর শাপোদ্ধার।

ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র, এই তিন জনে গায়ত্রীদেবীকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। গায়ত্রীদেবীকে আহ্বান করিবার পূর্ব্বে এই শাপ-বিমোচন মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। মাত্র প্রাতঃসন্ধ্যায় এই মন্ত্র কয়টি পাঠ করিলেই চলিবে; মধ্যাহ্ন বা স্বায়ংসন্ধ্যায় আবশ্যক নাই। প্রথমে ব্রহ্মশাপের মোচন জন্য ৬০ ও ৬১ **মন্ত্র** পাঠ করিবে। পরে বশিষ্ঠশাপের মোচন জন্য ৬২ ও ৬৩ **মন্ত্র** পাঠ করিবে। পরে বিশ্বামিত্রশাপ মোচন জন্য ৬৪ ও ৬৫ **মন্ত্র** পাঠ করিবে।

গায়ত্রী আবাহন

এইবার শাপ-বিমুক্ত গায়ত্রীদেবীকে আহ্বান করিতে পার। কৃতাঞ্জলিপুটে ৬৬ **মন্ত্র** পাঠ করিয়া দেবীকে আবাহন করিবে। পরে ৬৭ **মন্ত্রে** গায়ত্রী মন্ত্রের ঋষ্যাদিকে পুনরায় স্মরণ করিবে।

ন্যাস

গায়ত্রী জপের পূর্ব্বে অঙ্গন্যাস করিতে হয়। নিম্নে তৎপ্রণালী লিখিত হইল। ৬৮ **মন্ত্র** পাঠ করিতে করিতে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রদেশ দ্বারা **হৃদয়** স্পর্শ করিবে; ৬৯ **মন্ত্র** পাঠ করিতে করিতে মধ্যমা ও তর্জ্জনীর অগ্রদেশ দ্বারা **শির** স্পর্শ করিবে; ৭০ **মন্ত্র** পাঠ করিতে করিতে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা **শিখা** স্পর্শ করিবে; ৭১ **মন্ত্র** পাঠ করিতে করিতে দশাঙ্গুলি দ্বারা **সর্ব্বাঙ্গ** স্পর্শ করিবে; ৭২ **মন্ত্র** পাঠ করিতে করিতে দক্ষিণ করতল দ্বারা বাম করতল স্পর্শ করিয়া **করতলদ্বয়ে** আঘাত করিবে।

ধ্যান

এইবার গায়ত্রীদেবীর ধ্যান করিবে। ধ্যান তিন বেলায় তিন প্রকার। প্রভাতের নম্র সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে কুমারী মূর্ত্তিতে দেবীর ধ্যান করিবে। প্রভাতের সূর্য্য দিবসের স্রষ্টা, তাই দেবী সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা-স্বরূপিণী। ঋগ্বেদ সকলের আদিতে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, তাই দেবী ঋগ্বেদযুক্তা। **৭৩ মন্ত্রে** প্রাতঃ সন্ধ্যায় গায়ত্রী ধ্যান করিবে।

মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য্যমণ্ডল যৌবনতা প্রাপ্ত হয়; তাই মধ্যাহ্ন ধ্যানে দেবী যুবতী; গৃহিণীর মত পালনকর্ত্রী বলিয়া পালনকর্ত্তা বিষ্ণু-স্বরূপিণী। ঋগ্বেদের পরে যজুর্ব্বেদ প্রকাশিত হইয়াছেন, তাই দেবী যজুর্ব্বেদধারিণী। **৭৪ মন্ত্রে** মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় গায়ত্রী ধ্যান করিবে।

সায়াহ্নের স্নিগ্ধ সূর্য্যমণ্ডলে, জরা মূর্ত্তি, ক্ষয়ের আধার, বৃদ্ধা, সংহার-কর্ত্তা রুদ্র-স্বরূপিণী গায়ত্রী দেবীর ধ্যান করিবে। সামবেদ তৃতীয়, তাই দেবী সামবেদযুক্তা। **৭৫ মন্ত্রে** সায়ং সন্ধ্যায় গায়ত্রী ধ্যান করিবে।

গায়ত্রী

এইবার পবিত্র মনে গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। জপ-কালে বস্ত্রাভ্যন্তরে হাত লইয়া বক্ষস্থলে রাখিয়া গায়ত্রী জপিতে হয়। প্রাতঃ সন্ধ্যায় হস্ত চিৎ করিয়া, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় হৃদয়াভিমুখে তির্য্যগ ভাবে রাখিয়া, এবং সায়ং সন্ধ্যায় হস্ত উপুড় করিয়া রাখিয়া জপিতে হয়। প্রাতে দাঁড়াইয়া, মধ্যাহ্নে যথেচ্ছ ভাবে থাকিয়া ও সায়াহ্নে উপবেশন করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে। জপকালে বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অনামিকার মধ্য-পর্ব্ব ধরিয়া থাকিবে; ইহাকে 'কর-ধরা' কহে। দক্ষিণ হস্ত দ্বারা নিম্ন প্রণালীতে অন্তত দশবার গায়ত্রী জপ করিবে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে উপবীত জড়াইয়া লইয়া উহার অগ্র-পর্ব্ব দ্বারা যথাক্রমে নিম্ন দশটি পর্ব্ব স্পর্শ

করিয়া দশবার জপ করিবে; যথা,—(১) অনামিকার মধ্য পর্ব্ব, (২) অনামিকার মূল পর্ব্ব, (৩) কনিষ্ঠার মূল পর্ব্ব, (৪) কনিষ্ঠার মধ্য পর্ব্ব, (৫) কনিষ্ঠার অগ্র পর্ব্ব, (৬) অনামিকার অগ্র পর্ব্ব, (৭) মধ্যমার অগ্র পর্ব্ব, (৮) তর্জ্জনীর অগ্র পর্ব্ব, (৯) তর্জ্জনীর মধ্য পর্ব্ব, (১০) তর্জ্জনীর মূল পর্ব্ব। গায়ত্রী যত বেশী জপ করা যায়, ততই কল্যাণ। অন্ততপক্ষে দশবার জপিতে হয়। **৭৬ মন্ত্রই** গায়ত্রী।

গায়ত্রী বিসর্জ্জন

কথাটা শুনিয়া অনেকের মনেই খট্‌কা লাগিবে। এমন যে উপাস্যা দেবী গায়ত্রী, তাঁহাকে আবাহন করিয়া আনিয়া পুনরায় বিসর্জ্জন করিবার কি আবশ্যকতা আছে? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। কিন্তু বিসর্জ্জন করাই বিধি। তুমি কোনও পূজনীয়জনকে তোমার গৃহে আহ্বান করিয়া আনিয়া, তাঁহাকে বিদায় না-দেওয়া পর্য্যন্ত কখনও উঠিয়া গিয়া অন্যকর্ম্মে ব্যাপৃত হইতে পার না; উহা করিলে পূজনীয়জনের অবমাননা করা হয়। যদি চিরকাল গায়ত্রী জপ করিয়া কাটাইতে পারা যাইত, তাহা হইলে আর বিদায় দিবার আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু তাহা যখন সম্ভব নয়, তোমাকে যখন অন্যান্য কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হইবেই, তখন তৎপূর্ব্বে দেবীকে বিদায় দেওয়াই সঙ্গত। **৭৭ মন্ত্রে** এক অঞ্জলি জল লইয়া দেবীকে বিসর্জ্জন করিবে। পরে ভগবান আদিত্য ও শুক্রদেবকে **৭৮ মন্ত্রে** এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবে।

আত্মরক্ষা

ইতিপূর্ব্বে মহান্ গায়ত্রী মন্ত্রজপে যে চৈতন্যের উদয় হইয়াছে, উহা যাহাতে আর নষ্ট না হয়, তাহার উদ্দেশ্যেই এই আত্মরক্ষা মন্ত্র দ্বারা অগ্নির নিকটে রিপুর বিনাশ কামনা করিতে হয়। দক্ষিণ করের অঙ্গুষ্ঠ

দ্বারা দক্ষিণ কর্ণের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া ৭৯ ও ৮০ মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে মস্তকে জল ছিটাইয়া দিবে।

রুদ্রোপস্থান

প্রকৃতি-যুক্ত স্বগুণ পরম ব্রহ্মই রুদ্র। কৃতাঞ্জলিপুটে ৮১ ও ৮২ মন্ত্রে এই রুদ্রদেবের স্তুতি পাঠ করিবে।

তর্পণ

পরে ৮৩ হইতে ৮৬ মন্ত্রে সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, সংহার-কর্ত্তা এবং যে পবিত্র জল দ্বারা তর্পণ করিতে সক্ষম হইতেছ, সেই জলাধীপ বরুণদেবকে এক এক অঞ্জলি জল দান করিবে।

ব্রহ্মযজ্ঞ

ব্রাহ্মণের প্রতিদিন বেদ পাঠ করিতে হয়; এই স্বাধ্যায় না হইলে ব্রাহ্মণত্ব পূর্ণ হয় না। কিন্তু প্রত্যহ বেদ পাঠ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। এই ব্রহ্মযজ্ঞ করিলেই সেই বেদ পাঠ সম্পূর্ণ হয়। ব্রহ্মযজ্ঞ আর কিছুই নহে, যথাক্রমে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদের সর্ব্ব প্রথম মন্ত্রটি ঋষ্যাদির সহিত পাঠ করা। ত্রিসন্ধ্যান্বিত ব্রাহ্মণ কখনও এই ব্রহ্মযজ্ঞ পরিত্যাগ করিবেন না। কেবল মাত্র মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার সময় এই ব্রহ্মযজ্ঞ করিলেই চলিবে। বাম পদাঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিবে। বাম হস্তে কুশ রাখিয়া দক্ষিণ করতলদ্বারা উহা ঢাকিয়া প্রথমে একবার গায়ত্রী ৮৭ মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে ঋগ্বেদের আদি সূক্ত ৮৮ ও ৮৯ মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে ঐ প্রকার যজুর্ব্বেদের আদি সূক্ত ৯০ ও ৯১ মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে ঐ ভাবে সামবেদের আদি সূক্ত ৯২ ও ৯৩ মন্ত্র পাঠ করিবে। সর্ব্বশেষে ৯৪ ও ৯৫ মন্ত্র দ্বারা অথর্ব্ববেদ পাঠ করিবে। অন্যান্য তিন বেদের মন্ত্রই তত্তৎ বেদের প্রথম সূক্তের

আদি মন্ত্র; কেবল অথর্ব্ব বেদের মন্ত্রটি উক্ত বেদের আদি মন্ত্র নহে, ১ম কাণ্ডের ১ম অনুবাকের ৬ষ্ঠ সূক্তের আদি মন্ত্র। অথর্ব্ব বেদের সর্ব্ব-আদি মন্ত্র পাঠের ব্যবস্থা না হইয়া এই মন্ত্রটি কেন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার কারণ অজ্ঞাত।

সূর্য্যার্ঘ্য

অবশেষে পুষ্প-চন্দনাদি দ্বারা অর্ঘ্য সাজাইয়া **৯৬ মন্ত্রে** জ্যোতির্ম্ময় ভগবান সূর্য্যদেবের উদ্দেশে প্রদান করিবে; অভাবে এক অঞ্জলি জল দ্বারাও অর্ঘ্য দেওয়া যায়। **৯৭ মন্ত্রে** সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিবে।

ক্ষমাপণ

৯৮ মন্ত্রে দেবী গায়ত্রীর উদ্দেশে এক গণ্ডূষ জল দিয়া, সন্ধ্যা-কালীন ত্রুটির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিবে।

প্রণাম

৯৯ মন্ত্রে অষ্টাঙ্গ দ্বারা ব্রহ্মণ্যদেবকে দণ্ডবৎ করিবে। ১০০ মন্ত্র মহাভারতস্থ শান্তিপর্ব্বের ভীষ্মস্তোত্রের একটি শ্লোক। এই মন্ত্রে অনুবাদক তাহার ভগবান আচার্য্যদেবকে দণ্ডবৎ করিয়াছে। উহা পাঠ করা না-করা ত্রিসন্ধ্যাপূত ব্রাহ্মণের ইচ্ছাধীন।

উপসংহার ✓

যদি এই পদ্যানুবাদ সাধারণের মনোজ্ঞ হয়, তবে ভবিষ্যতে এই প্রকার ঋক্ ও যজুর্ব্বেদোক্ত ত্রিসন্ধ্যা-বিধি ছন্দে গাঁথিতে ইচ্ছা রহিল।

ব্রহ্মণ্যদেব জয়যুক্ত হউন।

সাম-সন্ধ্যা-গাথা

আচমন

ওঁ বিষ্ণু। ওঁ বিষ্ণু। ওঁ বিষ্ণু ॥ ১ ॥

ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং, সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্‌ ॥ ২ ॥

প্রণব-পূটিত বিষ্ণু!
কর্ত্তা বিধাতা হর্ত্তা জয় হে,
জয় জয় জয় বিষ্ণু!
বিশাল নয়ন দিয়া
নভোতল বিথারিয়া
যাঁর দিঠি জাগিয়া বেড়ায়,
সেই বেদ-বিখ্যাত
বিষ্ণু-পরম-পদ
সুর-নর সতত ধেয়ায়।

মার্জ্জন

ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ, শমু নঃ সন্ত্বনূপ্যাঃ ।
শন্ন সমুদ্রি আপঃ, শমু নঃ সন্তুকূপ্যাঃ ॥ ৩ ॥

মরুদেশ-জাত অমৃত হে বারি !
কর কর কল্যাণ ;
জলময়-দেশ হে প্লাবনকারী !
কর কর কল্যাণ ।
অম্বুধি-জাত অম্বু-অতল !
কর কর কল্যাণ ;
কূপ-জাত পূত পাবিত হে জল !
কর কর কল্যাণ ।

ওঁ দ্রুপদাদিব মুচানঃ, স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব ।
পূতং পবিত্রেণেবাজ্য,-মাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ ॥ ৪ ॥

ঘর্ম্মলিপ্ত, বসি তরু-ছায়ে
হয় যথা সুশীতল,
স্নান-অবশেষে অশুচি অঙ্গে
রহে না যেমন মল ;
মন্ত্র-পূরিত পাবিত বচনে
ঘৃত যথা হয় শুচি,
হে জল ! তেমনি পাপ-মলা যা'ক্
তব পরশনে ঘুচি ।

ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব,-স্তা ন উর্জ্জে দধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে ॥ ৫ ॥

হে জল! তোমরা সকল সুখের
নিদান—তোমরা নিদান;
বিতর অন্ন; সেই রমণীয়ে
দেখাবার কর বিধান।

ওঁ যো বঃ শিবতমো রস,-স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ।
উশতীরিব মাতরঃ ॥ ৬ ॥

সন্তানবতী জননী যেমন
স্তন্য করয়ে দান,
হে জল! তোমার মঙ্গল-রস
তেমনি করাও পান।

ওঁ তস্মা অরং গমাম বো, যস্য ক্ষয়ায় জিম্বথ।
আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ৭ ॥

হে জল! যে রসে করেছ তৃপ্ত
যাবতীয় ভূত-প্রাণী;
ধন্য কর হে, অনন্য মোরে,
সেই শুভ রস দানি।

ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধা,-ত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্রিরজায়ত, ততঃ সমুদ্রোঅর্ণবঃ ॥ ৮ ॥

ওঁ সমুদ্রাদর্ণবাদধি, সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্, বিশ্বস্য মিষতো বশী ॥ ৯ ॥

ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা, যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চা, -ন্তরীক্ষমথো স্বঃ ॥ ১০ ॥

মহা-প্রলয়ের নিকষ তিমিরে
ছিল না তো কেহ আন ;
ঋত ও সত্য পরমব্রহ্ম
কেবল বিরাজমান।
প্রলয়ের শেষে প্রাক্তন-বশে
জনমিল অর্ণব ;
বারিধি-বক্ষ বিদারি হইল
বিধাতার উদ্ভব।
বিশাল বিশ্ব নির্ম্মাণ-পটু
বিধির নয়ন লাগি,
ধীরে ধীরে ধীরে সূর্য্য-চন্দ্র
উঠিল গগনে জাগি।
দিবস-রজনী আনা-গোনা করি
জাগালো বরষ-মাস ;
চির নন্দিত নন্দন জাগি
হইল রে পরকাশ।
রমণীয় ধরা হাসিল পুলকে
উদার আকাশ তলে ;
একি রে দৃষ্টি ! সৃষ্টি ফুটিল
বেষ্টিত জলে জলে।

ঋষ্যাদি স্মরণ

ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ ॥ ১১ ॥

ব্রহ্মা দ্রষ্টা প্রণব-মন্ত্র,
গায়ত্রী তার ছন্দ,
দেবতা অগ্নি, সকল কর্ম্ম
আরম্ভে সেই বন্দ্য।

ওঁ সপ্তব্যাহৃতীনাং প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্বৃহতী-পঙ্‌ক্তিত্রিষ্টুব্জগত্যশ্ছন্দাংসি অগ্নিবায়ুসূর্য্যবরুণবৃহস্পতীন্দ্রবিশ্বদেবাদেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ ॥ ১২ ॥

সপ্তব্যাহৃতি মন্ত্র-দ্রষ্টা
জয় ঋষি প্রজাপতি,
গায়ত্রী, উষ্ণিক্, ত্রিষ্টুপ্,
অনুষ্টুপ্, বৃহতী,
পঙ্‌ক্তি, জগতী,—সপ্ত ছন্দ ;
দেবতা সপ্ত জন,—
অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র, বরুণ,
বৃহস্পতি, পবন,
বিশ্বদেব,—এ সপ্ত মন্ত্রে
সপ্তব্যাহৃতি যোগ ;
পূত প্রাণায়াম পরায়ণ হয়ে
করিতেছি বিনিয়োগ।

ওঁ গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ ॥ ১৩ ॥

জয় গায়ত্রী মহান্ মন্ত্র,
জয়রে জয়রে জয়,
দ্রষ্টা যাহার বিশ্বামিত্র,
পবিত্র অতিশয় ;
ছন্দ মধুর গায়ত্রী তার,
দেবতা সবিতা যোগ ;
পূত প্রাণায়াম পরায়ণ হয়ে
করিতেছি বিনিয়োগ।

ওঁ গায়ত্রীশিরসঃ প্রজাপতির্ঋষির্ব্রহ্মবাযুগ্নিসূর্য্যাশ্চতস্রো দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ ॥ ১৪ ॥

জয় গায়ত্রী-শিরসি মন্ত্র,
ঋষি প্রজাপতি যার ;
দেবতা ব্রহ্মা, বায়ু ও অগ্নি,
সূর্য্য—এই সে চা'র।
পঞ্চ বায়ুরে পঞ্চ-পরাণে
পঞ্চে করিয়া যোগ,
পূত প্রাণায়াম পরায়ণ হয়ে
করিতেছি বিনিয়োগ।

প্রাণায়াম

ওঁ নাভৌ রক্তবর্ণং চতুর্ম্মুখং দ্বিভুজম্।
অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরং হংসবাহনস্থং ব্রহ্মাণং ধ্যায়ন্॥ ১৫॥
ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং॥ ১৬
ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণিয়ং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ :৭॥
ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽহমৃতং, ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোঁ॥ ১৮॥

নাভি-দেশে ধ্যান করি এক মনে
পূরকে অনুক্ষণ;
লোহিতবর্ণ সৃষ্টিকর্ত্তা
দ্বিভুজ চতুরানন;
বাম হাতে তাঁর কমণ্ডলুটি,
দক্ষিণে জপমালা,
হংসবাহনে ব্রহ্মা-স্বরূপ
অপাণ করিয়া আলা।

ভূ, ভুব, স্ব, মহ, জন, তপ আর
সত্য,—সপ্ত-লোক,
আলোকিত করি যে জ্যোতি বিরাজে
বরণীয় সেই হোক্।
ত্রিগুণ-তাপিত নিখিল জীবের
চির আরাধ্য-ধন;
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী,—হোক্
ধ্যানে সদা বিলোকন।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ
এই চারি-রূপ কর্ম্মে,
তাঁর প্রেরণায় বুদ্ধি-বৃত্তি
নিয়োজিত রহে মর্ম্মে।
সে জ্যোতি ধরার চির-হেতুভুত
নির্ম্মল জলরাশি ;
সে জ্যোতি নিয়ত মণি-মরকতে
তেজ-রূপে রহে হাসি।
তরু-তৃণ দলে, ওষধি-মরমে,
রস-রূপে বহি' যায় ;
নিখিল প্রাণীর অমৃত চেতনা
সে বিলায়—সে বিলায়।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-আকাশে প্রকাশ
যাঁর দ্যুতি অনুরাগে,
জয় জয় জয় পরম ব্রহ্ম !
একা সে জগতে জাগে।

ওঁ হৃদি নীলোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তং।
গরুড়ারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়ন্ ॥ ১৯ ॥

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ॥ ২০ ॥

ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণিয়ং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ২১ ॥

ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং, ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোঁ ॥ ২২ ॥

নীল-উৎপল-দলিত কান্তি,
ললিত চারিটি কর,
শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম
ধারণ পুরুষবর ;
জয়রে জয়রে গরুড়-আরূঢ়
বিষ্ণু শ্রীভগবান,
কুম্ভক-ছলে হৃদয়-কমলে
পরাণে তাঁহার ধ্যান।
ভু, ভুব, স্ব, মহ, জন, তপ আর
সত্য,—সপ্ত-লোক,
আলোকিত করি যে জ্যোতি বিরাজে,
বরনীয় সেই হোক্।
ত্রিগুণ-তাপিত নিখিল জীবের
চির আরাধ্য-ধন ;
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী,—হোক্
ধ্যানে সদা বিলোকন।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ,
এই চারি-রূপ কর্ম্মে,
তাঁর প্রেরণায় বুদ্ধি-বৃত্তি
নিয়োজিত রহে মর্ম্মে।
সে জ্যোতি ধরার চির-হেতুভূত
নির্ম্মল জলরাশি ;
সে জ্যোতি নিয়ত মণি-মরকতে
তেজ-রূপে রহে হাসি।

তরু-তৃণ দলে, ওষধি-মরমে,
রস-রূপে বহি' যায় ;
নিখিল প্রাণীর অমৃত চেতনা
সে বিলায়—সে বিলায়।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-আকাশে প্রকাশ
যাঁর দ্যুতি অনুরাগে,
জয় জয় জয় পরম ব্রহ্ম !
একা সে জগতে জাগে।

ওঁ ললাটে শ্বেতং দ্বিভুজং ত্রিশূলডমরুকরম্।
অর্দ্ধচন্দ্রভালং ত্রিনেত্রং বৃষভারূঢ়ং শম্ভুং ধ্যায়ন্ ॥ ২৩ ॥
ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ॥ ২৪ ॥
ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণিয়ং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি ।
ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ২৫ ॥
ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং, ব্রহ্ম ভূর্ভুর্বঃ স্বরোঁ ॥ ২৬ ॥

ত্রিশূল-ডমরু-ধারণ দ্বিভুজ,
তুষার-বরণ জয়,
অর্দ্ধচন্দ্র-বিভূষিত ভাল,
ত্রিনয়ন তেজোময় ;
বৃষভ-বাহন শম্ভু স্বয়ং
তাপহারী তমোনাশ ;
ললাট-গগনে করিয়া ধেয়ান
রেচকে ছাড়িনু শ্বাস।

ভূ, ভুব, স্ব, মহ, জন, তপ আর
সত্য,—সপ্ত-লোক,
আলোকিত করি যে জ্যোতি বিরাজে,
বরণীয় সেই হোক্‌।
ত্রিগুণ-তাপিত নিখিল জীবের
চির আরাধ্য-ধন ;
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী,—হোক্‌
ধ্যানে সদা বিলোকন।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ,
এই চারি-রূপ কর্ম্মে,
তাঁর প্রেরণায় বুদ্ধি-বৃত্তি
নিয়োজিত রহে মর্ম্মে।
সে জ্যোতি ধরার চির-হেতুভূত
নির্ম্মল জলরাশি ;
সে জ্যোতি নিয়ত মণি-মরকতে
তেজ-রূপে রহে হাসি।
তরু-তৃণদলে, ওষধি-মরমে,
রস-রূপে বহি' যায় ;
নিখিল প্রাণীর অমৃত চেতনা
সে বিলায়—সে বিলায়।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-আকাশে প্রকাশ
যাঁর দ্যুতি অনুরাগে,
জয় জয় জয় পরমব্রহ্ম !
একা সে জগতে জাগে।

অন্তরাচমন

[প্রভাতে]

ওঁ সূর্য্যশ্চমেতি মন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ ॥ ২৭ ॥

ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ, মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং মনসা বাচা, হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না। অহস্তদবলুম্পতু, যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি ইদমহং মামমৃতযোনৌ, সূর্য্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা ॥ ২৮ ॥

সূর্য্য-মন্ত্র দ্রষ্টা সে ঋষি
ব্রহ্মা চতুরানন,
প্রকৃতি ছন্দ, সলিল দেবতা,
বিনিয়োগ আচমন।

সূর্য্য! যজ্ঞ! যজ্ঞপতি হে
ইন্দ্রাদি মহীয়ান্!
যজ্ঞ-জনিত ত্রুটি-পাপ হতে
কর কর মোরে ত্রাণ।
পদে, উপস্থে, উদরে, হস্তে,
বাক্যে কি মনে মনে,
গভীর নিশীথে যে পাপ করেছি
একান্ত নিরজনে;

হে দিবস! ওগো পুণ্য আলোক!
সে পাতক কর নাশ,
বাকী পাপ আসি' গণ্ডূষ মাঝে
এ সলিলে কর বাস;
হৃদয়ে রাজিত পরমাত্মা যে
জ্যোতির্ময় ভগবান,
তাঁহারি চরণে হোম-ছলে এই
সলিল করিনু পান।

[মধ্যাহ্নে]

ওঁ আপঃ-পুনন্ত্বিতি মন্ত্রস্য বিষ্ণুঋর্ষিরনুষ্টুপ্ ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ ॥ ২৯ ॥

ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং, পৃথ্বী পূতা পুনাতু মাং।
পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতি, -র্ব্রহ্ম পূতা পুনাতু মাং ॥ ৩০ ॥
যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ, যদ্বা দুশ্চরিতং মম।
সর্ব্বং পুনন্তু মামাপো,-হসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা ॥ ৩১ ॥

আপ-মন্ত্রের ঋষি শ্রীবিষ্ণু,
ছন্দ অনুষ্টুপ,
দেবতা সলিল, বিনিয়োগ তার
আচমনে অনুরূপ।

পৃথিবী-জাত এ পার্থিব দেহ
পাবিত কর হে জল!
হে পূত শরীর! মম এ আত্মা
কর কর নিরমল।

জ্ঞানের আলয় পরম-আত্মা
হউন পরম তৃপ্ত ;
আবার—আবার জীবাত্মা মম
হউক তাহাতে দীপ্ত।
যে উচ্ছিষ্ট হয়েছে ভুক্ত,
অভক্ষ্য ভক্ষণ,
অসৎদান যে নিয়েছি, করেছি
যে অসৎ আচরণ ;
নির্ম্মল পূত সলিল সমান
হে অমল নারায়ণ !
সে সকল পাপ-দুষ্কৃতি মম
কর কর বিমোচন।
এ মম মন্ত্রে নিখিল পাতক
করিনু আহুতি দান ;
আচমন-কালে আহুতির ছলে
করিতেছি জল পান।

[সায়াহ্নে]

ওঁ অগ্নিশ্চমেতি মন্ত্রস্য রুদ্র ঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ ॥ ৩২ ॥

ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ, মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং
যদহ্না পাপমকার্ষং মনসা বাচা, হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না।
রাত্রিস্তদবলুম্পতু, যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি
ইদমহং মামমৃতযোনৌ, সত্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা ॥৩৩॥

অগ্নি-মন্ত্রে ঋষি শ্রীরুদ্র,
প্রকৃতি ছন্দ-লয়,
সলিল দেবতা, আচমন-কালে
চির বিনিয়োগ হয়।

অগ্নি! যজ্ঞ! যজ্ঞপতি হে
ইন্দ্রাদি মহীয়ান্!
যজ্ঞ-জনিত ত্রুটি-পাপ হতে
কর কর মোরে ত্রাণ।
পদে, উপস্থে, উদরে, হস্তে,
বাক্যে কি মনে মনে,
সারা এ দিবসে যে পাপ করেছি
স্বজনে কি নিরজনে;
হে রজনী! ওগো শান্ত শীতল!
সে পাতক কর নাশ,
বাকী পাপ আসি' গণ্ডূষ মাঝে
এ সলিলে কর বাস;
অমৃত সত্য পরমাত্মা যে
জ্যোতির্ময় ভগবান,
তাঁহারি চরণে হোম-ছলে এই
সলিল করিনু পান।

আপোমার্জ্জন

ওঁ ॥ ৩৪ ॥

ভূর্ভুবঃ স্বঃ ॥ ৩৫ ॥

তৎসবিতুর্ব্বরেণিয়ং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি।

ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৩৬ ॥

পৃথিবী-আকাশ-স্বর্গ ব্যাপিয়া
সবিতা বিরাজমান;
বরেণ্য সেই চৈতন্যের
জ্যোতি সদা করি ধ্যান।
সে জ্যোতির দানে নিখিল জগৎ
তৃপ্ত অপরিমিত;
তাঁর প্রেরণায় বুদ্ধি-বৃত্তি
রহে সদা নিয়োজিত।
ধ্যান কর তাঁরে, ধ্যান কর সদা,
ধ্যান কর ওরে মন!
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা
জ্যোতির্ম্ময় সে জন।

ওঁ আপোহিষ্ঠেতি ঋক্‌ত্রয়স্য সিন্ধুদ্বীপঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আপো দেবতা আপোমার্জ্জনে বিনিয়োগঃ ॥ ৩৭ ॥

ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব, -স্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে ॥ ৩৮ ॥

ওঁ যো বঃ শিবতমো রস, -স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ।
উশতীরিব মাতরঃ ॥ ৩৯ ॥

ওঁ তস্মা অরং গমাম বো, যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ৪০ ॥

পূত সলিলের যে তিনটি ঋক্
মার্জ্জনে অনুবন্ধ,
সিন্ধুদ্বীপ ঋষিই দ্রষ্টা,
গায়ত্রী তার ছন্দ ;
মরু-জলাশয়ে সিন্ধু ও কূপে
যে জল উছলি বয়,
সেই তো দেবতা ; জল-মার্জ্জনে
চির বিনিয়োগ হয়।

হে জল ! তোমরা সকল সুখের
নিদান—তোমরা নিদান
বিতর অন্ন ; রমণীয় জনে
দেখাবার কর বিধান।
সন্তানবতী জননী যেমন
স্তন্য করয়ে দান,
হে জল ! তোমার মঙ্গল-রস
তেমনি করাও পান।
হে জল ! যে রসে করেছ তৃপ্ত
যাবতীয় ভূত-প্রাণী,
ধন্য কর হে, অনন্ত মোরে,
সেই শুভ রস দানি।

অঘমর্ষণ

ওঁ ঋতমিত্যস্য অঘমর্ষণঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো ভাববৃত্তো দেবতা অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ ॥ ৪১ ॥

ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধা, -ত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্রিয়াজায়ত, ততঃ সমুদ্রোঅর্ণবঃ ॥ ৪২ ॥

ওঁ সমুদ্রাদর্ণবাদধি, সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্, বিশ্বস্য মিষতো বশী ॥ ৪৩ ॥

ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা, যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চা, -ন্তরীক্ষমথো স্বঃ ॥ ৪৪ ॥

ঋত-সত্যাদি মন্ত্রের ঋষি
অঘমর্ষণ নাম,
ছন্দ মধুর অনুষ্টুপ্‌টি
—গম্ভীর প্রাণারাম ;
ভাববৃত্তই দেবতা তাহার
পাপ-পিশাচের অরি ;
পাপরূপী অঘ-অশ্বমেধেতে
বিনিয়োগ তারে করি।

মহা-প্রলয়ের নিকষ তিমিরে
ছিল না তো কেহ আন ;
ঋত ও সত্য পরমব্রহ্ম
কেবল বিরাজমান।

প্রলয়ের শেষে প্রাক্তন-বশে
জনমিল অর্ণব ;
বারিধি-বক্ষ বিদারি হইল
বিধাতার উদ্ভব ।
বিশাল বিশ্ব নির্ম্মাণ-পটু
বিধির নয়ন লাগি,
ধীরে ধীরে ধীরে সূর্য্য-চন্দ্র
উঠিল গগনে জাগি ।
দিবস-রজনী আনাগোনা করি
জাগালো বরষ-মাস ;
চির নন্দিত নন্দন জাগি
হইল রে পরকাশ ।
রমণীয় ধরা হাসিল পুলকে
উদার আকাশ তলে ;
একি রে দৃষ্টি ! সৃষ্টি ফুটিল,
বেষ্টিত জলে জলে ।

সূর্য্যোপস্থান

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ।
তৎসবিতুর্ব্বরেণিয়ং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি ।
ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৪৫ ॥

পৃথিবী-আকাশ-স্বর্গ ব্যাপিয়া
সবিতা বিরাজমান ;
বরেণ্য সেই চৈতন্যের
জ্যোতি সদা করি ধ্যান।
সে জ্যোতির দানে নিখিল ভুবন
তৃপ্ত অপরিমিত ;
তাঁর প্রেরণায় বুদ্ধি-বৃত্তি
রহে সদা নিয়োজিত।
তাঁহার সৃষ্টি, সে করে পুষ্টি,
পুন প্রবিষ্ট তাঁতে ;
পরমব্রহ্ম সে জ্যোতির দ্যুতি
ধ্যানের আলোকে ভাতে।

ওঁ উদুত্যমিত্যস্য প্রস্কণ্বঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ ॥ ৪৬ ॥

ওঁ উদু ত্যং জাতবেদসং, দেবং বহন্তি কেতবঃ।
দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্ ॥ ৪৭ ॥

ঊর্দ্ধগামী এ শুদ্ধ মন্ত্র,
ঋষি যার প্রস্কণ্ব,
ছন্দ দিব্য পূত গায়ত্রী,
সূর্য্য দেবতা ধন্য ;
জ্যোতি-ভগবান সূর্য্যদেবের
উপাসনা-কালে যোগ,

একান্ত মনে অন্তরাকাশে
করি তার বিনিয়োগ।

শাশ্বত সেই রশ্মি সকল
বিশ্ব করিতে আলো,
ভাস্কর-দেবে ঊর্দ্ধে তুলিয়া
ধরেছে ধরেছে ভালো।

ওঁ চিত্রমিত্যস্য কুৎসঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ ॥ ৪৮ ॥

ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং, চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষং, সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥৪৯॥

বিচিত্র পূত চিত্র-মন্ত্র
কুৎস ঋষির গান,
ছন্দ মধুর ত্রিষ্টুপ, দেব
শ্রীসূর্য্য-ভগবান ;
ভর্গদেবের অর্চ্চনা-কালে
হয় তার বিনিয়োগ ;
তেজময় রূপে, তেজের স্বরূপে,
তেজ করি উপভোগ।

মিত্র-বরুণ-অগ্নির যিনি
নেত্র-মধ্যমণি,
সকল-দেবতা-বেষ্টিত এক
সমষ্টি দ্যুতি-খনি ;

স্থাবর কিম্বা জঙ্গম-ভূতে
আত্মা-রূপে নিবাসে,
উদিত উজ্জল সে সূর্য্যদেব
অপরূপ-রূপে হাসে।
দিকে-দিকে জ্বালি কিরণ-মালিকা
ঠিকরে গগনময় ;
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-ব্যোম আলোকিত,
জয়রে জয়রে জয়।

স্মরণ-প্রণতি

[প্রভাতে ও মধ্যাহ্নে

ওঁ নমো ব্রহ্মণে ॥ ৫০ ॥
ওঁ নমো ব্রাহ্মণেভ্যো ॥ ৫১ ॥
ওঁ নম আচার্য্যেভ্যো ॥ ৫২ ॥
ওঁ নম ঋষিভ্যো ॥ ৫৩ ॥
ওঁ নমো দেবেভ্যো ॥ ৫৪ ॥
ওঁ নমো বেদেভ্যো ॥ ৫৫ ॥
ওঁ নমো বায়বেচ ॥ ৫৬ ॥
ওঁ নমো মৃত্যবেচ ॥ ৫৭ ॥
ওঁ নমো বিষ্ণবেচ ॥ ৫৮ ॥
ওঁ নমো বৈশ্রবণায়চোপজায়ত ॥ ৫৯

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা-চরণে
করি গো দণ্ডবৎ।
জগ-রক্ষক ব্রাহ্মণগণে
করি গো দণ্ডবৎ
জ্ঞান-দানকারী আচার্য্যগণে
করি গো দণ্ডবৎ।
মন্ত্র-সৃজনকারী ঋষিগণ
চরণে দণ্ডবৎ।
নিখিল ভূতের অধিকারী দেব-
গণেরে দণ্ডবৎ।
বিধানকর্ত্তা বেদের চরণে
অশেষ দণ্ডবৎ।
নিখিল প্রাণীর প্রাণরক্ষক
বায়ুরে দণ্ডবৎ।
মৃত্যুবিধায়ী ধর্ম্মরাজের
চরণে দণ্ডবৎ।
জগৎ-পালক বিষ্ণু-চরণে
করি গো দণ্ডবৎ।
জীবিকা-যাপনে প্রধান যোটক
কুবেরে দণ্ডবৎ।



গায়ত্রী-শাপোদ্ধার

[প্রভাতে]

ওঁ গায়ত্র্যা ব্রহ্মশাপবিমোচন মন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো ব্রহ্মদেবতা ব্রহ্মশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ ॥ ৬০ ॥

ওঁ গায়ত্রি ত্বং যদ্ব্রহ্মেতি ব্রহ্মবিদো বিদুস্ত্বাম্।
পশ্যন্তি ধীরাঃ সুমনসো বা ॥
গায়ত্রি ত্বং ব্রহ্মশাপাদ্বিমুক্তা ভব ॥ ৬১ ॥

ব্রহ্মশাপের মোচন মন্ত্রে
দ্রষ্টা ব্রহ্মা জয়,
ছন্দ মধুর গায়ত্রী তার,
দেবতা ব্রহ্ম হয় ;
ব্রহ্মশাপের বিমোচন-আশে
করিতেছি বিনিয়োগ ;
শাপ-বিমুক্তা দেবী গায়ত্রী
হও আসি হেথা যোগ।

হে দেবী গায়ত্রী !
ব্রহ্মবিদেরা জানে তুমি সেই
ব্রহ্ম-স্বরূপ-ধাত্রী।
প্রশান্ত-চিত ধীর বুধগণ
তব মহিমায় যুক্ত ;
ব্রহ্ম-শাপের নিগড় হইতে
হও হও দেবী, মুক্ত।

ওঁ গায়ত্র্যা বশিষ্ঠশাপবিমোচন মন্ত্রস্য বশিষ্ঠঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো ব্রহ্মাবিষ্ণুরুদ্রাদেবতাঃ বশিষ্ঠশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ ॥ ৬২ ॥

ওঁ অর্কজ্যোতিরহং ব্রহ্মা, ব্রহ্মজ্যোতিরহং শিবঃ।
শিবজ্যোতিরহং বিষ্ণু, বিষ্ণুজ্যোতিরহং শিবঃ ॥
গায়ত্রি ত্বং বশিষ্ঠশাপাদ্বিমুক্তা ভব ॥ ৬৩ ॥

বশিষ্ঠ-শাপমোচন মন্ত্রে
ঋষি বশিষ্ঠ নাম,
ছন্দ মধুর অনুষ্টুপটি
সুন্দর অভিরাম ;
দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র,
এ তিন স্বরূপ যোগ,
বশিষ্ঠ-শাপ বিমোচন-আশে
করিতেছি বিনিয়োগ।

সূর্য্য-জ্যোতি-স্বরূপ আমিই
ব্রহ্মা,—নহি তো জীব,
ব্রহ্মা-জ্যোতি-স্বরূপ আমিই
শিব—শিব—আমি শিব ;
শম্ভু-জ্যোতি-স্বরূপ আমিই
বিষ্ণু,—নহি তো জীব,
বিষ্ণু-জ্যোতি-স্বরূপ আমিই
শিব—শিব—আমি শিব।

ওঁ গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রশাপবিমোচন মন্ত্রস্য বিশ্বামিত্র ঋষিরনুষ্টুপ্
ছন্দো গায়ত্রী দেবতা বিশ্বামিত্রশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ ॥৬৪॥

ওঁ অহো দেবি মহাদেবি, দিব্যে সন্ধ্যে সরস্বতি।
অজরে অমরে চৈব, ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তুতে ॥
গায়ত্রি ত্বং বিশ্বামিত্রশাপাদ্বিমুক্তা ভব ॥ ৬৫ ॥

বিশ্বামিত্র-শাপ বিমোচনে
ঋষি শ্রীবিশ্বামিত্র,
ছন্দ মধুর অনুষ্টুপটি
সুন্দর সুপবিত্র;
এই মন্ত্রের দেবতা-স্বরূপে
গায়ত্রী শুভ যোগ,
বিশ্বামিত্র-শাপ বিমোচনে
করিতেছি বিনিয়োগ।

এস এস দেবী, এস গায়ত্রী,
এস মহাদেবী অজরা!
এস হে সন্ধ্যা, সরস্বতী হে,
এস হে দিব্যা অমরা!
শাপ বিমুক্তা দেবী গায়ত্রী,
এস এস এস নিত্য;
নির্ম্মল রূপে উজলিয়া এস,
এ মম ক্ষুধিত চিত্ত।

গায়ত্রী-আবাহন

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রিচ্ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তুতে ॥ ৬৬ ॥

এস এস বরদাত্রী!
অক্ষর-ত্রয়-সমন্বিতা হে,
ব্রহ্মবাদিনী ধাত্রী!
ছন্দের মাতা দেবী গায়ত্রী,
পরমব্রহ্ম-জাতা!
বেদ-প্রকাশিনী জননী! তোমার
চরণে নোয়াই মাথা।

ওঁ গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা
জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ ॥ ৬৭ ॥

জয় গায়ত্রী মহান্ মন্ত্র,
জয়রে জয়রে জয়,
দ্রষ্টা যাহার বিশ্বামিত্র
পবিত্র অতিশয়;
ছন্দ মধুর গায়ত্রী তার,
দেবতা সবিতা যোগ,
জপ-বলে সেথা হব উপনীত,
সেই আশে বিনিয়োগ।

ন্যাস

হৃদি ওঁ ॥ ৬৮

শিরসি ওঁ ভূঃ ॥ ৬৯ ॥

শিখায়াং ওঁ ভুবঃ ॥ ৭০ ॥

সর্ব্বগাত্রেষু ওঁ স্বঃ ॥ ৭১ ॥

করতলদ্বয়ে ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণিয়ং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৭২ ॥

হৃদয়ে,—সৃজন-পালন-লয়ের
কর্ত্তা, জয়রে জয় ;
শিরসিতে,—দ্যাবা দীপ্ত পৃথিবী,
জয়রে জয়রে জয় ।
শিখায়,—উদার অমল গগন,
জয়রে জয়রে জয় ;
সর্ব্ব শরীরে,—চির নন্দিত
নন্দন, জয় জয় ।
করতল দ্বয়ে,—সেই সে সবিতা
বরেণ্য দাতা ভর্গ,
বুদ্ধি-বৃত্তি প্রেরণা যাঁহার,
দাও তাঁরে ধ্যান-অর্ঘ্য ।

ধ্যান

[প্রভাতে]

ওঁ কুমারীং ঋগ্বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ।
হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাম্॥ ৭৩॥

ধেঁ্যওরে গায়ত্রী!
নম্র সূর্য্যমণ্ডল মাঝে
ঋগ্বেদ-বিধি-ধাত্রী।
প্রভাতে কুমারী কন্যা-মূরতি,
শ্রীহস্তে কুশ রাজে;
সৃজনকারিণী ব্রহ্মা-রূপিণী
হংসবাহিনী সাজে।

[মধ্যাহ্নে]

ওঁ সাবিত্রীং বিষ্ণুরূপাঞ্চ তার্ক্ষ্যস্থাং পীতবাসসীম্।
যুবতীঞ্চ যজুর্ব্বেদাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাম্॥ ৭৪॥

ধেঁ্যওরে সাবিত্রী!
এ মধ্যাহ্নে জননী যুবতী,
যজুর্ব্বেদের ধাত্রী!
জগৎ-পালিনী বিষ্ণুরূপিণী
পীত-অম্বর সাজে;
দীপ্ত সূর্য্যমণ্ডল মাঝে
গরুড়বাহনে রাজে।

[সায়াহ্নে]

ওঁ সরস্বতীং শিবরূপাং বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীম্।
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং সামবেদসমাযুতাম্॥ ৭৫॥

ধ্যেওরে গায়ত্রী !

শান্ত শীতল শ্যাম সায়াহ্নে
সামবেদ-বিধি-ধাত্রী !
স্নিগ্ধ সূর্য্যমণ্ডল মাঝে
প্রলয়ঙ্করী বৃদ্ধা ;
শিব-স্বরূপিণী বৃষভবাহিনী
শ্রীসরস্বতী বিদ্যা ।

গায়ত্রী

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ।
তৎসবিতুর্ব্বরেণিয়ং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি ।
ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥ ৭৬ ॥

স্বষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা
ব্রহ্ম-প্রণব জয় !
ভুবন-গগন-নন্দন-ব্যাপী
সবিতা জ্যোতির্ম্ময় ;
বরণীয় সেই জ্যোতি করি ধ্যান,
সে দানে নিখিল তৃপ্ত
তাঁর প্রেরণায় বুদ্ধি-বৃত্তি
সকল কর্ম্মে দীপ্ত ।
স্বজন-পালন-লয়
ব্রহ্ম-প্রণব জয় !

গায়ত্রী-বিসর্জ্জন

ওঁ মহেশবদনোৎপন্না বিষ্ণোর্হৃদয় সম্ভবা।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া ॥ ৭৭ ॥

মহেশ্বরের শ্রীবদনে তব
উদ্ভব,—জয় দেবী হে!
বিষ্ণু-হৃদয়ে বাস সম্ভব,
জয় জয় জয় দেবী হে!
ব্রহ্মাই জানে মহিমার কথা,
জয় জয় জয় দেবী হে!
যাও এবে তথা, মন চলে যথা,
চরণে প্রণতি দেবী হে!

ওঁ অনেন জপেন ভগবন্তাবাদিত্যশুক্রৌ প্রীয়েতাম্।
ওঁ আদিত্যশুক্রাভ্যাং নমঃ ॥ ৭৮ ॥

নমো আদিত্য-ভগবান জয়
শুক্র-দেবতা ওহে!
আমার এ পূত গায়ত্রী জপে
তৃপ্ত হউন দোঁহে।

আত্মরক্ষা

ওঁ জাতবেদসইত্যস্য কাশ্যপঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দেবতা
আত্মরক্ষায়াং জপে বিনিয়োগঃ ॥ ৭৯ ॥

ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোম,-মরাতীয়তো নি দহাতি বেদঃ।
স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা, নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ ॥৮০॥

জাতবেদস এ মন্ত্রের ঋষি
কশ্যপ জয় জয়,
ছন্দ মধুর ত্রিষ্টুপ্ তার,
দেবতা অগ্নি হয় ;
আত্ম-চেতনা রক্ষা কল্পে
জপ-যজ্ঞের যোগ,
আত্মরক্ষা মহান্ মন্ত্রে
করিতেছি বিনিয়োগ।

হে জাতবেদস দীপ্তি !
সোম-যজ্ঞের এ অনুষ্ঠানে
হোক্ হে তোমার তৃপ্তি।
হে সর্ব্বভুক লোহিত পাবক !
ঘুচাও মোদের ত্রাস ;
রিপুর যা' কিছু বিত্ত-বিভব
সকল কর হে নাশ।
নাবিক যেমন তরণী বাহিয়া
সিন্ধু করায় পার,
তেমনি তরাও পাপের পাথারে,
হর এ দুখের ভার।

রুদ্রোপস্থান

ওঁ ঋতমিত্যস্য কালাগ্নিরুদ্রঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো রুদ্রোদেবতা রুদ্রোপস্থানে বিনিয়োগঃ ॥ ৮১ ॥

ওঁ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম, পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্ ।
ঊর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং, বিশ্বরূপং নমো নমঃ ॥ ৮২ ॥

ঋতসত্যাদি মন্ত্র-মহান্
জয়রে জয়রে জয়,
ঋষি কালাগ্নিরুদ্র যাহার,
দেবতা রুদ্র হয় ;
ছন্দ মধুর অনুষ্টুপ্‌টি,
উপাসনা-কালে যোগ,
এ মম রুদ্রোপস্থানে আমি
করি তার বিনিয়োগ ।

একাক্ষর সে নিত্য-সত্য
পরমব্রহ্ম যিনি,
লিঙ্গ-ত্রয়-অতীত পুরুষ,
অনাদি-কারণ তিনি ।
প্রকৃতি-পুরুষ জড়িত— কৃষ্ণ-
পিঙ্গল অভিরাম ;
প্রলয়াত্মক-জ্ঞান-অগোচর—
ঊর্দ্ধলিঙ্গ নাম ।

চন্দ্র-সূর্য্য-বহ্নি যাঁহার
ত্রিনয়ন—বিরূপাক্ষ
বিশ্বের যিনি নিশ্বাস বায়ু,
বিশ্ব যাঁহার সাক্ষ্য ;
জয়রে জয়রে বিরাট পুরুষ,
চরণে রহুক মতি ;
অসংখ্য বার নিত্য তোমারে
করি অসংখ্য নতি ;

তর্পণ

ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ৮৩ ॥
ওঁ বিষ্ণবে নমঃ ॥ ৮৪ ॥
ওঁ রুদ্রায় নমঃ ॥ ৮৫ ॥
ওঁ বরুণায় নমঃ ॥ ৮৬ ॥

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা-চরণে
করিনু এ জলদান ;
পালনকর্ত্তা বিষ্ণু-জীবনে
করিনু এ জলদান ;
সংহারকারী রুদ্র-ভীষণে
করিনু এ জলদান ;
বারি-অধিকারী বরুণ-চরণে
করিনু এ জলদান ;

ব্রহ্মযজ্ঞ

[মধ্যাহ্নে]

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ।

তৎসবিতুর্ব্বরেণিয়ং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি।

ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥ ৮৭ ॥

স্বষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা
ব্রহ্ম-প্রণব জয়!
ভুবন-গগন-নন্দন-ব্যাপী
সবিতা জ্যোতির্ম্ময়;
বরণীয় সেই জ্যোতি করি ধ্যান,
সে দানে নিখিল তৃপ্ত;
তাঁর প্রেরণায় বুদ্ধি-বৃত্তি
সকল কর্ম্মে দীপ্ত।
স্বজন-পালন-লয়
ব্রহ্ম-প্রণব জয়!

ওঁ অগ্নিমীড়ইত্যস্য মধুছন্দাঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা

ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ ॥ ৮৮ ॥

ওঁ অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং, যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং।

হোতারং রত্নধাতমং ॥ ৮৯ ॥

অগ্নিমীড় এ মন্ত্রের ঋষি
শ্রীমধুছন্দ নাম,
অগ্নিদেবতা, ছন্দটি তার
গায়ত্রী অনুপাম;

ব্রহ্মযজ্ঞ অনুষ্ঠানের
জপ-কালে তার যোগ,
ঋগ্বেদ-পূত স্বাধ্যায়ে আমি
করিতেছি বিনিয়োগ।

পবিত্রতম যজ্ঞভূমির
পুরোভাগে যাঁর স্থান,
পুরোহিত যিনি, ঋত্বিক যিনি,
সতত দীপ্যমান ;
যিনি হোতা, যিনি চির-হবনীয়,
যিনি শুভফলদাতা,
অশেষ রত্ন বিতরে যে জন,
গাই তাঁর গুণ-গাথা।

ওঁ ইষেত্বেত্যস্য যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিরুষ্ণিক্ ছন্দো বায়ুর্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ ॥ ৯০॥

ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বঃ স্থ, দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু ॥ শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে ॥ ৯১ ॥

ইষে-মন্ত্রের দ্রষ্টা সে ঋষি
যাজ্ঞবল্ক্য জয়,
ছন্দ তাহার উষ্ণিক্, আর
দেবতা পবন হয় ;
ব্রহ্মযজ্ঞ অনুষ্ঠানের
জপ-কালে তার যোগ,

যজুর্ব্বেদের স্বাধ্যায়ে আমি
করিতেছি বিনিয়োগ।

ওগো শাখি! ওগো বিটপী! তোমারে
এই যে হনন করি,
বিনিময়ে মেঘ বরষি, অন্ন
দাও তুমি থালি ভরি।
তোমারি দয়ায় যজ্ঞ-জনিত
গগনে ধূমের রাশি,
মেঘের আকারে সেই ধূমে যাবে
শস্যক্ষেত্র ভাসি;
ফলিবে ধান্য, আমরা অন্ন
উদর পুরিয়া খাব;
ওগো দাতা শাখি! তোমার দানের
তুলনা কোথায় পাব?

বৎসতর রে গোপাল-বৃন্দ!
মা'কে ছেড়ে যাও এবে,
নহিলে দুগ্ধ পাবনা মুগ্ধ!
অন্ন বা কেবা দেবে?
দুগ্ধ-জাত যে-ঘৃতের হব্য
যাগ-কালে প্রয়োজন,
সে মধু হব্য বহিয়া বহ্নি
দিবে শুভ বরিষণ;

ক্ষেত্র ভরিয়া ফলিবে শস্য,
বিশ্ব যাহাতে বাঁচে,
স্তন ছাড়ি যাও বাছারা আমার !
থেকো না মায়ের কাছে।
ওগো গাভী ! দেব সবিতা তোদের
করুণ এমন মতি,
প্রচুর রসাল তৃণময় বনে
হোক্ রে তোদের গতি।

ওঁ অগ্ন-আয়াহীত্যস্য ভরদ্বাজ ঋষির্গায়ত্রী ছন্দোঽগ্নির্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ ॥ ৯২ ॥

ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে, গৃণানো হব্যদাতয়ে।
নি হোতা সৎসি বর্হিষি ॥ ৯৩ ॥

অগ্ন-আয়াহি মন্ত্রের ঋষি
ভরদ্বাজ মহান্।
অগ্নি দেবতা, শুভ গায়ত্রী
মধুর ছন্দ-গান ;
ব্রহ্মযজ্ঞ অনুষ্ঠানের
জপকালে তার যোগ,
সামবেদ-পূত স্বাধ্যায়ে আমি
করিতেছি বিনিয়োগ।

এস হে অগ্নি এস !
বিছায়ে রেখেছি দর্ভ-আসন,
হোতা হয়ে হেথা বস।

সাদর আহুতি করিনু প্রদান,
কর কর ভক্ষণ ;
নন্দন-বাসী দেবগণে ইহা
করিয়ো হে বিতরণ।

ওঁ শন্নোদেবীরিত্যস্য পিপ্পলাদ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আপো দেবতা শান্তিকরণে বিনিয়োগঃ ॥৯৪॥

ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়, আপো ভবন্তু পীতয়ে।
শং যোরভি স্রবন্তু নঃ ॥ ৯৫ ॥

শন্নো-মন্ত্র দ্রষ্টা সে ঋষি
জয়রে পিপ্পলাদ,
ছন্দ মধুর গায়ত্রী, জল
দেবতা পূরাও সাধ ;
ব্রহ্মযজ্ঞ অনুষ্ঠানের
শান্তিকরণে যোগ,
অথর্ব্ববেদ স্বাধ্যায়ে আমি
করিতেছি বিনিয়োগ।

সলিল-দেবতা জয় !
সুখকর তব শীতল পরশে
করহে পাতক ক্ষয়।
যজ্ঞ-জীবন তুমি জল ! পানে
পিপাসা মিটে হে সদ্য ;
সর্ব্ব বেয়াধি করিতে খর্ব্ব
তব সম নাই বৈদ্য।

জনমের আগে কত ব্যাধি তুমি
করে দাও দেহ-ছাড়া ;
নিখিল জগতে বহিয়া তৃপ্তি
বর্ষণ কর ধারা।

সূর্য্যার্ঘ্য

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎ-সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে ॥
ইদমর্ঘ্যং ওঁ ভগবতে শ্রীসূর্য্যভট্টারকায় নমঃ ॥ ৯৬ ॥

পরমব্রহ্ম বিবস্বত হে,
সবিতা দীপ্তমান্ !
হে বিষ্ণু মহা-তেজের আধার,
বিশুদ্ধ ভগবান !
ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা গো তুমি,
কর্ম্ম-প্রবর্ত্তক !
দ্যুতিতে জগৎ করেছ প্রসব,
হে দেব ভট্টারক !
ভাস্কর তুমি, তোমার চরণে
দিনু এ অর্ঘ্য-হার ;
তোমারে নমস্কার হে সূর্য্য !
তোমারে নমস্কার।

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ॥ ৯৭ ॥

রক্ত-জবার দীপ্ত বর্ণ
পাতক-ঘাতক হরি !
কশ্যপ-ঋষি-আত্মজ তুমি,
অন্ধকারের অরি ;
মহাদ্যুতিশালী দিবাকর ! তব
চরণে লুটাই মাথা,
লহ এ প্রণাম লোহিত-লোচন !
ত্রিলোক-আলোক-দাতা !

ক্ষমাপণ

ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ ।
পূর্ণং ভবতু তৎসর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি ॥ ৯৮

হে সুরেশ্বরী গায়ত্রী দেবী !
কর কর অবধান ;
এ মম সন্ধ্যা-উপাসনা-গানে
কর সফলতা দান ।
অক্ষর যদি হয়ে থাকে ভুল,
মাত্রাবিহীন যদি,
তোমার প্রসাদে সব ত্রুটি গিয়া
হোক্ হে পূর্ণপদী ।

প্রণাম

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায়চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৯৯ ॥

হে ব্রহ্মণ্য-দেব হে!
নমামি রাতুল চরণ-রাজীবে,
নম নম নম নম হে!
গো-কুলের হিতকর্ত্তা হে,
ব্রাহ্মণ-গণ-ভর্ত্তা হে,
জগতের দুখ-হর্ত্তা হে,
তুমি মঙ্গলতম নম হে!
নিখিল চিত্তাকর্ষণে,
গো-বৃন্দ মনহর্ষণে,
তুমি হে কৃষ্ণ গোবিন্দ,
তুমি আনন্দতম নম হে!

অনুবাদকের প্রণতি

ওঁ জটীনে দণ্ডিণে নিত্যং লম্বোদরশরীরিণে।
কমণ্ডলুনিসঙ্গায় তস্মৈ ব্রহ্মাত্মনে নমঃ ॥ ১০০ ॥

জয় জয় জয় নিত্য-পুরুষ,
ব্রহ্মাত্মনে জয় হে!
সঙ্গে ভাণ্ড-কমণ্ডলুটি
দণ্ড-ধারণে জয় হে!

জটাজুটধারী লম্বোদর হে,
নমামি রাতুল চরণে ;
সঙ্গের সাথী তুমি হে নিত্য,
ইহলোকে-পরজীবনে ॥

বন্দনা

বন্দনা তব ছন্দেতে, ওগো
সন্ধ্যার অধিপতি !
ব্রাহ্মণ আমি, হে ব্রহ্মণ্য !
লহ লহ মোর নতি ।
হে পরমাত্মা ! হে জ্যোতির্ম্ময় !
হে সূর্য্য-ভগবান !
হে পূত সলিল ! পাবক ! পবন !
তোমরা নিখিল প্রাণ ।
দেবী গায়ত্রী ! জগৎকর্ত্রী !
বিধাত্রী সুখে-দুখে ;
জনমে জনমে তোমার ছন্দ
ধ্বনিত হোক্ এ বুকে ।
হে আর্য্য ঋষি ! মন্ত্র-দ্রষ্টা !
আচার্য্য মহীয়ান্ !
বেদ-সন্ধ্যার মন্ত্র হে আমি
ছন্দে করিনু গান।

এতে যদি কিছু হয়ে থাকে ত্রুটি,
ক্ষম সেই অপরাধ ;
শুধু তোমাদের মহিমার গান
গাহিবারে এই সাধ
ধন্য জীবন, ধন্য জনম,
জন্মেছি তব কুলে ;
তোমারি গোত্র-জাত এ পুত্র
লুণ্ঠিত-পদ-মূলে ।
আচার্য্য-দেব সৎগুরু পদে
লগ্ন রহুক মন ;
সন্ধ্যা-ছন্দ-বন্দনা-গাথা
করিলাম সমাপন ।

সমাপ্ত ।

দরবেশ গ্রন্থাবলী

বিজলী-সঙ্গীত (৪র্থ সংস্করণ)	...	...		১৲
গানের খাতা	...	...	...	॥০
শ্রীবৃন্দাবন-শতক (শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত— ২য় সংস্করণ)	...	...	...	।০
কাবেরী (কবিতা)	...	...	...	॥০
জপজী (গুরু নানক বিরচিত)	...	...		।৵০
সঙ্গীত-সুধা (ভগবান বিজয়কৃষ্ণ বিরচিত)		...		৵০
মন্দির (গীতিকাব্য)	...	...	...	১॥০

কলিকাতা গুরুদাস-লাইব্রেরী
এবং
[illegible]াশী যোগাশ্রমে গ্রন্থকারের
নিকট পাওয়া যায়।